ASIAN HUMAN RIGHTS COMMISSION
19 Floor, Go-Up Commercial Building, 998 Canton Road
Kowloon, Hong Kong . Tel: +(852) 2698-6339 . Fax: +(852) 2698-6367
E-mail: ahrchk@ahrchk.org . Web: www.ahrchk.net

অতি সত্ত্বর প্রকাশের জন্য
১৫ আগষ্ট ২০০৬
এএইচআরসি-ওএল-০৪৭-২০০৬

বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত বা নিবর্তনমূলক শাস্তি বিষয়ক জাতিসংঘের বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তার নিকট এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশনের খোলা চিঠি

ফিলিপ এলস্টোন
বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত বা নিবর্তনমূলক শাস্তি বিষয়ক বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা
দৃষ্টি আকর্শনঃ মিস লিদি ভঁন্ত
কক্ষ নম্বর ৩-০০১৬
প্রযত্নেঃ ওএইচসিএইচআর-ইউএনওজি
১২১১ জেনেভা ১০
সুইজারল্যান্ড

ফ্যাক্সঃ +৪১ ২২ ৯১৭৯০০৬

প্রিয় জনাব এলস্টোন,

বাংলাদেশঃ বাংলাদেশের অপ্রতিরোধ্য হত্যা প্রতিযোগিতা থামাতে দয়া করে হস্তক্ষেপ করুন

এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন (এএইচআরসি) আজ আপনাকে লিখছে বাংলাদেশে নিয়মিত পুলিশ বাহিনী এবং বিশেষ অপরাধ-বিরোধী আধাসামরিক বাহিনীর মধ্যে গত দুই বছরে ক্রমান্বয়ে বেড়ে ওঠা দেশজুড়ে ভয় ও ক্ষোভের জন্মদানকারী হত্যার প্রতিযোগিতা থামাতে আপনার জরুরী হস্তক্ষেপ কামনা করে।

ইতোমধ্যে আপনি অবগত হয়ে থাকবেন যে, সাম্প্রতিক সপ্তাহগুলোতে এএইচআরসি উদ্বেগের সাথে জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিল, মানবাধিকার হাইকমিশনার এবং জাতিসংঘের অন্যান্য স্বাধীন বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তদের প্রতি বাংলাদেশে বিরাজমান হেফাজতে মৃত্যু ও "ক্রসফায়ার" এর নামে হত্যা সহ ভয়ানক মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বেশ কয়েকটি চিঠিতে সমালোচনামূলক উদ্বেগ প্রকাশ করেছে (এএইচআরসি-ওএল-৪০-২০০৬)।

আপনি জেনে থাকবেন যে, বাংলাদেশে বর্তমানে যে হত্যার প্রতিযোগিতা চলছে সেটা অকস্মাত কোন বিবেচনা ছাড়াই শুরু হয়েছিল ২০০২ সালে "অপারেশন ক্লীন হার্ট" মাধ্যমে, যা- কথিত অপরাধীদের বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যবস্থা গ্রহনের নীতি'র কারণে বিপুল সংখ্যক মানুষকে হত্যা করেছিল। এই অভিযান শেষে হত্যাকারী, নির্যাতনকারী এবং পুলিশ বাহিনীর অন্যান্য মানবাধিকার লংঘনকারীদের সবাইকে এক সাধারণ ক্ষমা'র আইনে দায়মুক্তি দেওয়া হয়েছিল, যা- আন্তর্জাতিক আইনের পরিপন্থি হওয়ায় আপনার দপ্তর নিন্দা জানিয়েছিল। এই অভিযানই ঘুরে ফিরে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন নামে আত্মপ্রকাশ করেছে, পুলিশ-সামরিক বাহিনীর ইউনিটগুলোর সমন্বয়ে গঠিত হয়ে যা- অপরাধী গ্রেপ্তারের উদ্দেশ্যে এবং প্রকৃত পক্ষে ভীতি সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে দেশব্যাপী ছড়িয়ে আছে।

পুলিশ ও এই নতুন ইউনিটগুলো এখন যত বেশী সম্ভব মানুষকে হত্যা করে বা হত্যার হুমকি দিয়ে কে কার চেয়ে কতটা অপরাধ-বিরোধী ভুমিকায় অবতীর্ন তার প্রমাণ দেখানোর প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছে। মৃত্যুর ঘটনাগুলোর ক্ষেত্রে "ক্রসফায়ার", আত্মহত্যা, হার্ট এ্যাটাক বা অন্যকিছু কোন অজুহাত দেখানো হচ্ছে। উদাহরণস্বরূপ, ইমান আলীকে ৯ মার্চ

২০০৬ তারিখে র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন সদস্যরা তার বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মামলার শুনানী শেষে আদালত ছাড়ার সময় গ্রেপ্তারের পর হত্যা করার অভিযোগ রয়েছে। গতানুগতিকভাবে, আধা সামরিক বাহিনীটি দাবি করল যে, লোকটি বাহিনী ও ভিক্টিমের সাথে সম্পৃক্ত আক্রমনকারী একটি গ্রুপের মধ্যে গুলি বিনিময়কালে নিহত হয়েছে। যদিও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছে যে, এটা ছিল একটি পরিকল্পিত হত্যা। সাজেদুর রহমান সজিদ ছিল পুলিশ হেফাজতের এক ভিক্টিম। ২১ মে ২০০৬ তারিখে, গাইবান্ধা পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, কোন এক উপায়ে সে নিজেকে ফাঁসিতে ঝুলাতে সক্ষম হয়েছিল- মাটি থেকে মাত্র চার ফুট উচুঁ একটি 'বার' এর সাথে- যেটা কি-না তার দৈহিক উচ্চতার চেয়েও কম। একটি বেআইনী অস্ত্রসহ তাকে পাওয়া গিয়েছিল বলে প্রচার করা হলেও তাকে আটকের প্রকৃত কারণ বলে বিশ্বাসযোগ্যভাবে জানা গেছে যে, স্থানীয় জনৈক রাজনীতিকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে সে তার মেয়ের সাথে সে সম্পর্ক গড়ে তুলেছিল।

এএইচআরসি ২০০৩ সালের রক্তপাত বিষয়ক দায়মুক্তি দেওয়া এবং পরবর্তিতে সংশ্লিষ্ট কতিপয় ঘটনার প্রতি স্পেশাল র‍্যাপোর্টিয়ার -এর দপ্তরের মনোযোগ ও ইতোপূর্বে প্রদত্ত অভিমতকে স্বাগত জানাচ্ছে। যদিও উদ্বেগজনক হারে বাড়তে থাকা হত্যার প্রতিবেদনগুলো এখন বাংলাদেশ থেকে আমাদের কাছে আসছে এবং দেশটির সরকারের স্পষ্ট নীতি হচ্ছে অপ্রতিরোধ্য বিচার বহির্ভূত হত্যাকে উৎসাহিত করা এবং অভিযুক্তদের জন্য দায়মুক্তি নিশ্চিত করা, যেক্ষেত্রে আপনার বৃহত্তর ভুমিকা পালনের এটাই সময় বলে আমরা মনে করি।

এমতাবস্থায়, এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন বাংলাদেশের বিষয় নিয়ে নিম্নে বর্ণিত পদক্ষেপ গ্রহনের অনুরোধ জানাচ্ছে। প্রথমতঃ "অপারেশন ক্লীন হার্ট" চলাকালীন সময়ে নিরাপত্তা বাহিনীর দ্বারা সংঘটিত হত্যা ও অন্যান্য অপব্যবহারের জন্য ২০০৩ সালের দায়মুক্তি আইন বাতিল করার জন্য সরকারের প্রতি দাবি জানান। দ্বিতীয়তঃ র‍্যাপিড এ্যাকশন ব্যাটালিয়ন এবং পুলিশের অধীনস্থ এধরণের বিশেষ অপরাধ বিরোধী ইউনিটগুলো যারা ২০০৩ সাল থেকে হত্যা বৃদ্ধির সাথে ব্যাপকভাবে জড়িত, সেগুলোকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান। তৃতীয়তঃ বাংলাদেশের পরিস্থিতি পর্যালোচনার উদ্দেশ্যে অনতিবিলম্বে আপনি সরেজমিনে পরিদর্শন করুন। চতুর্থতঃ বাংলাদেশে চলমান বিরামহীন বিচার বহির্ভূত হত্যা ও সেখানকার নৃশংসতাপূর্ণ মানবাধিকার পরিস্থিতি সম্পর্কে বিশ্ব সম্প্রদায়ের সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য সংশ্লিষ্ট আন্তর্জাতিক কর্তৃপক্ষগুলোর কাছে উদ্বেগের সাথে উত্থাপন করুন।

এএইচআরসি মনে করে যে, বাংলাদেশে বর্তমানে চলমান চরম মানবাধিকার লংঘনের বিষয়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সম্প্রদায়ের এই সময়কার প্রদত্ত মনোযোগের পরিমাণ খুবই সীমিত। একইভাবে, আপনার ও জাতিসংঘের অন্যান্য অধিকার বিষয়ক বিজ্ঞ ব্যক্তিবর্গ এবং সংস্থাগুলো সম্পৃক্ত হয়ে নিজ নিজ অবস্থান থেকে সামান্য পরিমাণ হলেও কাজ করবে, যা ঐ দেশটির অগণিত মানুষের জীবন ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বাঁচাতে সক্ষম হবে। আমরা আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করি যে, সেখানকার পরিস্থিতি সম্পর্কে আপনি আমাদের মতই উদ্বিগ্ন হবেন এবং গুরুত্বপূর্ণ তফাত গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহনে প্রচন্ডভাবে আগ্রহী হবেন।

আমরা প্রতিক্ষায় রইলাম আপনার হস্তক্ষেপের এবং যেকোন সময়ে আমাদের সাধ্যানুযায়ী সব ধরণের সাহায্য করতেও সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত।

আপনার বিশ্বস্ত

বাসিল ফার্নান্ডো
নির্বাহী পরিচালক
এশিয়ান হিউম্যান রাইটস্ কমিশন, হংকং।

অনুলিপিঃ
১। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর, নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্র।
২। নির্যাতন সংক্রান্ত প্রশ্ন বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

৩। বিচার বহির্ভূত হত্যা, সংক্ষিপ্ত ও নিবর্তনমূলক দন্ড বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৪। নারীর প্রতি সহিংষতা বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৫। চেয়ারপার্সন, নিবর্তনমূলক আটককরণ বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষজ্ঞ কর্মকর্তা (স্পেশাল র‍্যাপোর্টার), জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।
৬। মানবাধিকার কাউন্সিলের সকল সদস্য রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহ, বাংলাদেশ।